

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নম্বরঃ ১৪৫৫

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪৮. প্রথম অনুচ্ছেদ - কুরবানী

بَابُ فِي الْأُضْحِيَّةِ

আরবী

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

১৪৫৫-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (কুরবানীতে) মুসিন্নাহ ছাড়া কোন পশু যাবাহ করবে না। হ্যাঁ, যদি মুসিন্নাহ পাওয়া না যায় তবে দুম্বার জায়া'আহ্ যাবাহ করতে পার। (মুসলিম)[১]

ফুটনোট

[১] সহীহ : মুসলিম ১৯৬৩, আবু দাউদ ২৭৯৭, নাসায়ী ৪৩৭৮, ইবনু মাজাহ্ ৩১৪১, আহমাদ ১৪৩৪৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ১০১৫৩, ইরওয়া ১১৪৫। যদিও শায়খ সুনানের তাশ্বীক্কে হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مُسِنَّةً) যখন পশুর দাঁত গজায় মানুষের দাঁতের মতো না যখন বড় হয়। আর ইবনু কাসীর বলেনঃ এ নামে নামকরণের উদ্দেশ্য হল তার বয়স জানা যায় যে কোন এক দাঁতের মাধ্যমে তবে মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি না। আর লিসানুল আরব অভিধান গ্রন্থে রয়েছে গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে যে দুধের দাঁত পড়ে সে নতুন দাঁত উদগত হয়েছে তাকে মুসিন্নাহ বলে। অনুরূপ ইবনু হাজারও বলেছেন। আর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী মুয়াত্তার শারাহ-তে নাফি'-এর বক্তব্য যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) তিনি কুরবানীতে যা মুসিন্নাহ নয় তা হতে বেঁচে থাকতেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যার সামনের দু'দাঁত গজায়নি।

ইমাম নাবাবী বলেন, ‘উলামারা বলেছেন যেকোন পশুর তথা উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির দাঁত বিশিষ্টকে মুসল্লাহ বলে। আর হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরবানীর পশুর পরিপূর্ণ ও উত্তম যেন হয়। আমি (ভাষ্যকার) বলিঃ হাদীসটি প্রমাণ করে দাঁতহীন পশু কুরবানী করা বৈধ না। বিশেষ করে এ দলীলটি যে “কিন্তু যদি মুসল্লাহ সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় তাহলে মেঘের মধ্যে জাযা‘আগুলো যাবাহ করবে।” উল্লেখ্য জাযা‘আ বল হয় যার দাঁত গজায়নি। এ হাদীস আরও প্রমাণ করে শুধুমাত্র ভেঁড়ার ক্ষেত্রে জাযা‘আ বৈধ তবে জমহূর ‘উলামারা বলেছেন অন্য পশুর ক্ষেত্রেও বৈধ। আর জেনে রাখা দরকার যে চতুষ্পদ জন্তু ব্যতিরেকে কুরবানী বৈধ না যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

“যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যাবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।” (সূরাহ আল হাজ্জ ২২ : ৩৪)

আর চতুষ্পদ জন্তু বলতে উট, গরু, ছাগল আর ছাগলের মধ্যে ভেঁড়াও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলো ব্যতিরেকে অন্য কোন জন্তু যাবাহের বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয়নি। মহিষের ব্যাপারে হানাফী মাযহাব ও অন্যান্যদের মতে বৈধ, কেননা তারা বলেন মহিষ গরুরই এক প্রকার, এর সমর্থন করে যে মহিষের যাকাত গরুর মতো। আর একটি হাদীসেও উল্লেখ যা কানযুল হাক্কায়িক-এ এসেছে যে, মহিষও সাত ভাগে কুরবানীতে বৈধ।

আর উল্লেখিত হাদীস যে উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে তার অবস্থা সেরূপ জানা যায় না। আমার (ভাষ্যকারের) নিকট গ্রহণযোগ্য হল ব্যক্তি সীমাবদ্ধ করবে কুরবানীতে যা সহীহ সুন্নাহ হতে বর্ণিত আর অন্যদিকে দ্রুত প্রমাণ করবে না। যা সহীহভাবে প্রমাণিত না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আর না সাহাবী ও তাবী‘ঈনদের হতে। তবে মাযহাব অনুযায়ী মহিষ কুরবানী দেয় তাহলে তার ওপর কোন ভৎসনা নেই। এটা আমার নিকট আল্লাহ তা‘আলাই বেশি ভাল জানেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56015>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন